তারিখ 16/2/79
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৮৫

প্রাথমিক শিক্ষার হাল

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলিতে গেলে এখনও সেই মান্ধাতার আমলেই রহিয়াছে। ইহাতে মাঝে মাঝে কিছু চুনকাম করা হইলেও সামগ্রিক অর্থে প্রাথমিক শিক্ষার ভিতরে ও বাহিরে পরিবর্তনের বিশেষ কোন ছোঁয়া লাগে নাই। যুগের পর যুগ ধরিয়া গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি যে অবস্থায় ছিলো সেই অবস্থায়ই পড়িয়া আছে। কোথাও বেড়া আছে তো ছাদ নাই, কোথাও ছাদ আছে বেড়ার চিহ্ন মাত্র নাই, কোথাওবা কোনরকমে মাথার উপরে একখান ঘর থাকিলে ভিতরে চেয়ার-বেঞ্চ আসবাবপত্র বলিতে কিছুই নাই। এই ভগ্নজীর্ণ ঘর-দরোজা, চেয়ার-টেবিল সম্বল করিয়াই বছরের পর বছর হইতে দেশের আনাচে-কানাচে প্রাথমিক শিক্ষার মত এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির এইরূপ ভগ্নদশার কিছু খবর আসিয়াছে আমাদের হাতে। খবরগুলির সারমর্ম হইল: প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা খুবই করুণ, সেখানে মাথার উপর ছাদ, চেয়ার-বেঞ্চ ইত্যাদি কোনকিছুই নাই। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। এইসব খবর আসিয়াছে নীলফামারী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, বরগুনা প্রভৃতি স্থানের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে। খবরগুলি বিভিন্ন স্থানের হইলেও সমস্যার চেহারা প্রায় একই রকমের।

প্রাথমিক শিক্ষার এই দুরবস্থার খবর নূতন কিছু নহে। মাত্র কিছুদিন আগেই এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে যশোর জেলার ২৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দুর্নীতির কথা আলোচনা করা হইয়াছিল। সেখানেও আমরা সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দুরবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম। শহরাঞ্চলে না হয় কিণ্ডারগার্টেন স্কুল রহিয়াছে, কিন্তু গ্রামে এই ভগ্নজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিই শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। আর একথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মানোন্নয়ন ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষারও মানোন্নয়ন করা যাইবে না। বিশেষতঃ যে দেশে শিক্ষিতের হার এত নিচে সে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যদি এমন দুরবস্থা চলিতে থাকে তাহা হইলে শিক্ষার প্রসার ও সার্বজনীন শিক্ষা ইত্যাদি কথা কেবল শ্লোগানই থাকিয়া যাইবে।

আমাদের বক্তব্য হইল, দেশে যেখানে কতিপয় নির্বাচিত থানাভিত্তিক হইলেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয়টি লইয়া শিক্ষা দফতর চিন্তা ভাবনা করিতেছেন সেখানে গ্রামাঞ্চলের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির হাল যদি ইহাই হয় তাহা হইলে এত বাগাড়ম্বর করিয়া লাভ কি? গোড়ায় গলদ রাখিয়া কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও অবস্থা অন্য রকম হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। সার্বজনীন শিক্ষা, বাধ্যতামূলক শিক্ষা সেসব নিঃসন্দেহে ভাল কথা, কিন্তু তাহার আগে দেশজোড়া জীর্ণশীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির এই বিদ্যমান সমস্যার আশু সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা বিভাগের তো লোকজনের অভাব নাই। থানায় থানায় তাহাদের নিজস্ব প্রতিনিধি আছেন। তাঁহারা কি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দৈন্যদশা দেখিতে পান না? আর পাইলে এসব জানার পরও শিক্ষা বিভাগের এমন উদাসীনতাইবা থাকিতে পারে কি ভাবে?